দৈনিক সংবাদ

72

29 JUN 1998

পৃষ্ঠা ? কলাম ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাগজপত্র ভুয়া, ভর্তি পরীক্ষাও দেয়নি ☐ তবুও ওরা ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে, ফল বেরুচ্ছে

কৈলাস সরকার ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে দু'জন ভুয়া ছাত্র ধরা পড়েছে। এই দু'জনই ক্যাম্পাসে একটি প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রেজিষ্টার্ড বিল্ডিংয়ের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে ৬টি সই জাল করে এ দু ছাত্র গত তিন বছর আগে ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েই অবৈধভাবে ভর্তি হয়। শুধু তাই নয়, ভর্তি বাতিল করার পরও তাদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। জানা গেছে রেজিষ্টার্ড বিল্ডিংয়ের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিবছরই বিপুল অংকের অর্থ এবং প্রভাবের জোরে অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি করে থাকেন। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে আনিসুর রহমান (ক্লাস রোল-১৪৭৫) এবং ইকবাল হোসেন সবুজ (ক্লাস রোল-১৪৭৩) নামে দু ছাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। তারা দুজনই এএফ রহমান হল-সংযুক্ত। ভর্তির ৩ বছর পর তারা '৯৬-৯৭ সালে অনুষ্ঠিত অনার্স ফাইনাল পরীক্ষাও দেয়। পরীক্ষার পর তাদের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট 'ঘ' ইউনিট কার্যালয়ে গেলে সেখানে ধরা পড়ে তাদের কাগজপত্র ভুয়া।

এ দু ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েই 'ঘ' ইউনিটের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, রেজিষ্ট্রার, হল প্রাধ্যক্ষ, ব্যাংকসহ মোট ৬টি সই ও সিল জাল করে অবৈধভাবে ভর্তি হয়।

সূত্র আরো জানায়, বিপুল অংকের টাকা ও প্রভাব খাটিয়ে রেজিষ্টার্ড বিল্ডিংয়ের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে তারা অবৈধভাবে ভর্তি হয়। এজন্যই এতগুলো ভুয়া সই এতদিন ধরা পড়েনি। তবু ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

তবু ঃ ওরা ছাত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ১৮ই মে 'ঘ' ইউনিটের ডিন অফিস থেকে উল্লিখিত ছাত্র দুজনের ভর্তি বাতিল করে রেজিষ্টার্ড বিল্ডিংয়ের ভর্তি ও শিক্ষা শাখায় পাঠানো হয়। কিন্তু গত মঙ্গলবার তাদের পরীক্ষার ফল যথারীতি প্রকাশ করা হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়, ডিন অফিস থেকে পাঠানো চিঠি এবং কাগজপত্রও গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে রেজিষ্টার্ড বিল্ডিংয়ের ভর্তি ও শিক্ষা শাখা উপ-রেজিষ্ট্রার মোঃ রেজাউল হক চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সংবাদ'কে জানান ঃ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে তদন্ত কমিটিতে কে কে রয়েছেন, তদন্ত কত দূর এগিয়েছে এবং কবে শেষ হবে তিনি সে সম্পর্কে কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানান। ভুয়া ভর্তির বিষয়ে কোন চিঠি পেয়েছেন কিনা তা দেখাতে এবং জানাতেও তিনি অস্বীকৃতি জানান।

সংশ্লিষ্ট 'ঘ' ইউনিটের ডিন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান জানান, যেহেতু ভুয়া ভর্তি ধরা পড়েছে এজন্য তার অফিস থেকে যা করণীয় তা করে সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। বাদবাকি কাজ তাদের।

এব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মোঃ সেলিমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি ঘটনাটি জেনেছি। এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক। তবে 'ঘ' অনুষদের ডিন অফিস থেকে এ ব্যাপারে কোন চিঠি এসেছে কিনা তা জানি না। অনেক সময় পথেও চিঠি গায়েব হয়ে যায়। অবশ্য রিসিভ করার পর কোন চিঠি গায়েব হলে তার দায়দায়িত্ব আমাদের।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, তিনি সম্প্রতি ঘটনাটি জেনেছেন। তবে ভর্তি থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যেসব প্রক্রিয়া তার সাথে আমাদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই; পরীক্ষা-পরবর্তী কাজে আমরা যুক্ত। এখন যেহেতু আমরা জেনেছি, আমাদের এখতিয়ারভুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। তাদের ফল প্রকাশ করা যায় কিনা এ সম্পর্কে তিনি জানান, এ ব্যাপারে সকল দায়দায়িত্ব রেজিষ্ট্রার অফিসের।